দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৭।৯।৯১
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 2

ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল ফাঁস হচ্ছে

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল ঘোষণার আগেই অনেক কেন্দ্রের ফল ফাঁস হয়ে গেছে। ফল জানার জন্য অসংখ্য পরীক্ষার্থী বোর্ড প্রাঙ্গণে ভিড় জমাচ্ছে। এর সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর কর্মচারী অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষার ফল ফাঁস করে দিচ্ছে।

ঢাকা বোর্ডের '৯১ সালের এসএসসি পরীক্ষার টেবুলেশন তৈরী গত ২৯শে আগষ্ট থেকে শুরু হয়েছে। প্রায় নয়শ টেবুলেটর এ কাজে নিয়োজিত হন। জানা গেছে, রাজধানী ঢাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কেন্দ্র বাদে অন্যান্য সকল কেন্দ্রের টেবুলেশন বোর্ড

(৪-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষার ফল ফাঁস হচ্ছে

(প্রথম পৃঃ পর)

অফিসেই হচ্ছে। টেবুলেশন শুরু হওয়ার কয়েকদিন পর থেকেই পরীক্ষার ফল ফাঁস হওয়া শুরু হয়।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মচারী বিভিন্ন অংকের টাকার বিনিময়ে অনেক পরীক্ষার্থীকে ফল জানিয়ে দিচ্ছে। এরা পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বর নিয়ে ভেতরে গিয়ে টেবুলেটরদের কাছে পরীক্ষার ফল জানতে চায়। বিনিময়ে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ত্রিশ থেকে একশ' টাকা নিচ্ছে। অনেক টেবুলেটর ফল জানাতে অপারগতা প্রকাশ করলে তাদের হুমকি দেয়া হচ্ছে এই বলে, "চিনে রাখলাম। দেখে নেব।" অভিযোগ পাওয়ার পর তা যাচাই করতে এই প্রতিবেদক বৃহস্পতিবার বোর্ড অফিসে গিয়ে রীতিমত হাট দেখতে পান। একজন কর্মচারীর কাছে ফল জানতে চাইলে সে পঞ্চাশ টাকা দাবী করে। প্রতিবেদক পনের টাকা দেয়ার প্রস্তাব করলে জবাবে উক্ত কর্মচারী বিরক্তির সুরে বলে, পনের টাকায় রেজাল্ট?

অনেক কেন্দ্রের ফলাফলই ইতিমধ্যে ফাঁস হয়ে গেছে। যেমন মিরপুরস্থ ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ল্যাবরেটরী স্কুল থেকে এ বছর বিজ্ঞান শাখায় ১৯ জন পরীক্ষা দেয়। এদের মাঝে ১৮ জন প্রথম বিভাগে এবং একজন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। এমনিভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রের ফল প্রকাশ হয়ে গেছে।

গত বছর ঢাকা বোর্ডে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রস্তুতকালে যথেষ্ট গোপনীয়তা এবং কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়া হয়। এতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের আগে পরীক্ষার ফল ফাঁস হয়নি। এবারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা শিথিল। কর্মচারীদের অনেকেই যারা ফল প্রস্তুতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন তারও ফল জানার জন্য টেবুলেটরদের কাছে চলে যায়।

এছাড়াও অভিযোগ উঠেছে যে অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষক যাদের প্রয়োজনীয় সকল যোগ্যতা রয়েছে তাদের পরীক্ষক বা টেবুলেটর না করে নতুন অনেককে এসব দায়িত্ব দেয়া হয়।

গতকাল শুক্রবার ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি পরীক্ষার ফল ফাঁস হওয়ার কথা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ফল প্রকাশের আগে এ ধরনের গুজব রটানো হয়। তবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দৈনিক বাংলার প্রতিনিধিকে বলেনঃ বোর্ডের কর্মচারী নয় বরং বাইরের দালাল গোছের কিছু লোক পরীক্ষার্থীদের ফল জানানোর কথা বলে ভাঁওতা দিয়ে টাকা-পয়সা নিয়ে থাকে। এরা পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে রোল নম্বর ও টাকা নিয়ে অফিসের এক দরজা দিয়ে ঢুকে আরেক দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। এইভাবে ভাঁওতা দেয়ার ঘটনা ঘটছে। বোর্ড প্রাঙ্গণে প্রচন্ড ভিড় হওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, ৫ই সেপ্টেম্বর পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবে এ ধরনের একটি খবর প্রচার হয়ে যাওয়ার কারণেই এই ভিড় হচ্ছে। পরীক্ষক ও টেবুলেটর নিয়োগ সংক্রান্ত অভিযোগও ঠিক নয় বলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানান।